যুগান্তর

মঙ্গলবার, ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪১৪
Tuesday, 27 November, 2007

আদালত

ড. এম. আজিজুর রহমান

ট্রুথ কমিশন

বাংলাদেশ সরকার ট্রুথ কমিশন গঠনের ঘোষণা প্রদান করেছে। প্রস্তাবিত ট্রুথ কমিশন আমাদের দেশের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে এক বড় ধরনের অভিনব সংযোজন। দেশের অর্থনীতির বিকাশ ও উন্নয়নকে সহায়তা করা এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এ প্রবন্ধে সংশ্লিষ্ট কিছু তথ্যের ওপর আলোকপাত করা হবে, যা ট্রুথ কমিশনকে অর্থনীতির ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সাহায্য করবে।

জাতীয় অর্থনৈতিক পলিসির লক্ষ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে অধিক আয় ও পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও সেবামূলক কাজ এবং অধিক কর্মসংস্থান ও দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা। কিন্তু বর্তমানে এসব বিপরীতমুখী হওয়ার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। আগামী দশকে জিডিপির এ অসহনীয় নিম্নমুখী প্রবণতা পরিদৃশ্যমান হবে। নিকট ভবিষ্যতে মুদ্রাস্ফীতি দুই সংখ্যা মান থেকে এটি একক সংখ্যা মানে নেমে আসার সম্ভাবনা নেই। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মুদ্রাস্ফীতির শ্বাসরুদ্ধকর লম্ফ-ঝম্ফ শতকরা ২০ ভাগ বা ততোধিক হয়ে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে Stagflation-এর অবস্থা বিরাজমান। Stagflation-এ অধিক মুদ্রস্ফীতির সঙ্গে নিম্ন আয়, নিম্ন উৎপাদন এবং অধিক বেকারত্ব অবস্থান করে। অতএব, আশু সম্ভাব্য সুযোগে অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে নমনীয় ব্যবসা সংক্রান্ত পলিসি ও বিধি-বিধান প্রণয়ন অত্যাবশ্যক। এসব বিধি-বিধানের সংশোধন বেসরকারি খাত ও বেসরকারি ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয়। বেসরকারি ব্যবসায় আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মকর্মসংস্থানের পরিচায়ক এবং এসব আমাদের চরিত্রের স্বার্থপরতা বৈশিষ্ট্যের সর্বোচ্চ প্রয়োগের মাধ্যমে সম্ভব। উত্তরা ইউনিভার্সিটির ইন্সটিটিউট অব পলিসি রিসার্চের (আইপিআর) প্রধান উপদেষ্টার মতে, 'স্বার্থপরতা আমাদের সহজাত প্রবণতা। আমরা কঠোর পরিশ্রম করি এবং বিনিময়ে বেশি বেশি পেতে চাই। আমাদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপার্জন, আয় ও লভ্যাংশ থেকে আমাদের পরিবার ও সমাজ পরিশেষে উপকৃত হবে।'

এ মুহূর্তে ব্যবসায় ও ব্যবসায়ীদের রক্ষা করার জন্য ব্যবসা সংক্রান্ত বিধি-বিধান সংশোধন করা দরকার। বিধি-বিধানের অপ্রয়োজনীয় ধারা যা ব্যবসায় সংক্রান্ত

বিধি-বিধানকে বাস্তবায়নে বাধাগ্রস্ত করে তা বাদ দেয়া যায়। এর ফলে ব্যবসায় এবং সামজিক উন্নয়ন গতিলাভ করবে এবং দুর্নীতি একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে নেমে আসবে। ব্যবসায় সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যালোচনা ও সংশোধনের জন্য সরকারি ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে একটি যৌথ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এরকম একটি গণতান্ত্রিক কমিটি দেশের সর্বসাধারণের স্বার্থরক্ষা করবে এবং কারও কোন ক্ষতি করবে না।

দুর্নীতি বিলোপের জন্য ট্রুথ কমিটি গঠন অত্যাবশ্যক। কিন্তু এ কমিটি বৈষম্যমূলক নীতি অবলম্বন করলে বাধার সম্মুখীন হবে। দেশের আইনের ছত্রছায়ায় এ কমিটি কাজ করবে এবং এটি সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও পার্টি নির্বিশেষে শাস্তির মাত্রা নির্ধারিত হবে অপরাধের ধরনের ওপর। এর ফলে ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগে আস্থাশীল হবে। ফলশ্রুতিতে অর্থনীতির সম্প্রসারণ প্রভাবিত হবে।

অর্থনীতির বর্তমান কম উৎপাদন ও উচ্চ বেকারত্বের কারণে কর বৃদ্ধির সুপারিশ করা যায় না। তবে ট্যাক্স প্রদানযোগ্য বা অযোগ্য প্রত্যেক নাগরিককে ব্যাপক ভিত্তিক টিআইএন সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে সরকারের সর্বোচ্চ মাত্রার শুল্ক আদায়ের উন্নয়ন ঘটবে।

প্রস্তাবিত ট্রুথ কমিশন গঠন জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের গুরুত্বের ইঙ্গিত বহন করে। আমরা ব্যবসায়ের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য সরকারকে সাধুবাদ জানাই। ব্যবসায় এবং অর্থনীতিকে রক্ষার জন্য ট্রুথ কমিশন গঠনও সমর্থন করি।

আমরা প্রস্তাব করছি, কমিশনের মধ্যে স্টক হোল্ডার, বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কারণ ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন এবং তারা আইন পরামর্শকদের ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিহার করে যথাযথ বিধি-বিধান প্রণয়নে সহায়তা করতে পারবেন। বাণিজ্যিক বিধি-বিধানের এবং এর অপ্রয়োজনীয় ধারা বিলোপের জন্য সুপারিশ প্রদানে পারঙ্গম ব্যবসায় পরামর্শক, সমাজ বিজ্ঞানী এবং অর্থনীতিবিদদের সমন্বয়ে একটি কমিটি বা উপকমিটি গঠন করার সুপারিশ করছি। আইনের অপ্রয়োজনীয় ধারা আইনের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে এবং দুর্নীতি উৎসাহিত করে। দেশের অর্থনীতি, সরকার ও দেশের সরকারি-বেসরকারি সব রকমের কর্মকাণ্ড জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে ব্যবসায় আয়ের অন্যতম উৎস বিধায় একে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য আমরা সুপারিশ করছি।

ড. এম. আজিজুর রহমান : *ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি*